ভ্রামণিক অমরেন্দ্র

বেলাল চৌধুরী

আর দশজন মধ্যবিত্ত বাঙালী পরিবারের মতোই এককালে দেশ ছিল বরিশালে। সবই শোনা, দেখা হয়নি এখনও। দেশভাগের বহু আগেই বাবা কানাইলাল চক্রবর্তী শিক্ষাদীক্ষা ও কর্মসূত্রে কলকাতা প্রবাসী। সেই থেকে কলকাতাতেই বসবাস, পড়াশোনা, আড্ডা, কফি হাউস, সাহিত্য, কর্মজীবন, গার্হস্থ্য আশ্রম সবকিছু। অমরেন্দ্র চক্রবর্তীর সুকৃতি অনেক। কবিতা, ছোট গল্প, সমালোচনা, প্রবন্ধ, নানাবিধ সাংবাদিক লেখালেখিতে কৃতিত্বপূর্ণ অবদান থাকলেও বাংলা শিশুসাহিত্য এবং পত্রপত্রিকার জগতে অমরেন্দ্র হাতের ছোঁয়া রীতিমতো স্বর্ণপ্রসূ। যখন যে কাজে হাত দিয়েছেন সাফল্য ছাড়া অমরেন্দ্রর জীবনে কোন কালো মেঘের আনাগোনা পর্যন্ত নেই। নানা ধরনের কাজে তাঁর অসামান্য দক্ষতা।

এ পর্যন্ত প্রকাশিত স্বরচিত বইয়ের সংখ্যা ১২টির মধ্যে ৭টিই হচ্ছে শিশু-কিশোরদের জন্য। ১৯৮৮ সালে শিশু সাহিত্যে শ্রেষ্ঠ বই হিসাবে বিবেচিত 'হীরু ডাকাত' পেয়েছে সর্বোচ্চ রাষ্ট্রীয় পুরস্কার। ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট প্রকাশিত 'শাদা ঘোড়া' ভারতের ১৫টি প্রধান আঞ্চলিক ভাষায় অনূদিত হয়ে বেরুনোর পথে। 'গৌর যাযাবর' ১৯৯২-র শ্রেষ্ঠ শিশু সাহিত্য হিসাবে উল্লিখিত হয়েছে রবীন্দ্রনাথের বিশ্বভারতী কর্তৃক। এছাড়াও 'হরিণের সঙ্গে খেলা' কিশোর সাহিত্য ও ছড়ার বই 'তালগাছের ডোঙা', 'আমার বনবাস' এক কথায় তুলনাহীন।

ষাট ও সত্তরের দশকে সাহিত্য মহলে গ্রেট ডিকে হিসাবে পরিচিত বাংলা প্রকাশনার দিকপাল প্রবাদ পুরুষ সিগনেট প্রেস খ্যাত দিলীপ কুমার গুপ্তর সঙ্গে যৌথভাবে বের করেছিলেন সাহিত্য বিষয়ক পত্রিকা 'সারস্বত প্রকাশ'। স্বল্পায়ু হলেও সারস্বত লেখালেখি, অক্ষর বিন্যাস ও মুদ্রণ পারিপাট্যে যে একটা স্থায়ী স্বাক্ষর রেখে গেছে তা যে কোন সাহিত্যরসিক মনোযোগী পাঠকই মানবেন। কবিতার বহুমাত্রিক পাঠ নিয়ে বের করেছিলেন আরেকটি অভিনব, দুঃসাহসিক পত্রিকা 'কবিতা-পরিচয়'। সাহিত্য সমালোচনার ক্ষেত্রে যার প্রকাশ অশোক মিত্রের মতো বিদগ্ধ জন মাইল ফলক বলে মনে করেন।

এরপর সম্পূর্ণ বিপরীত মেরুতে দাঁড়িয়ে বের করেন শিক্ষিত বেকারদের জন্য সাপ্তাহিক 'কর্মক্ষেত্র'। যার অনুপ্রেরণায় পথ নির্দেশে শুধু প্রতিষ্ঠাই নয় নিজের

পায়ের ওপর দাঁড়িয়ে যায় অনেক ক্ষুদ্র শিল্প ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠান। মাত্র এক দশকের মধ্যে এধরনের অগ্রণী ভূমিকা সত্যি অবিশ্বাস্য। দেশের তরুণ সমাজের সামনে সাহস, সৌন্দর্য ও আবিষ্কারের যে চিত্র তুলে ধরেছেন তার বুঝি কোন তুলনা হয় না। এত কিছুর পরও অমরেন্দ্র কিন্তু চুপ করে থাকার পাত্র নন। রূপকথা শেষ হলো তো কি হয়েছে। অপরূপ কথা তো আর শেষ হয়ে যায়নি। এবার তাঁর নতুন কর্মকাণ্ড মাসিক 'ভ্রমণ'কে ঘিরে। 'বেরিয়ে পড়ার সেরা গাইড/ঘরে বসেও মানসভ্রমণ' এই স্লোগান নিয়ে ভ্রমণেরও পাঁচ বছর হয়ে এলো। ঘরকুনো বাঙালিকে তেপান্তরের অপর পার যে কত মনোরম তা দেখাতে অমরেন্দ্র বদ্ধপরিকর। যার জন্য চষে বেড়াচ্ছেন ভূভারত আর কাঁহা-কাঁহা মুলুক। ছবি তুলছেন। নিজে উপভোগ করছেন, অন্যদেরকেও তার অংশীদার করে তুলতে সাহায্য করছেন। কলমের সঙ্গে হাতে ক্যামেরাও তুলে নিয়েছেন। সেখানেও এক শ' ভাগ সাফল্য। এবার পূজা সংখ্যার আগে নিজেই সরেজমিনে চলে গিয়েছিলেন এখন গোলযোগপূর্ণ ভূস্বর্গ কাশ্মীরে। যাতে পূজা অবকাশের ভ্রমণার্থীরা বুকে সাহস পায়! ১৪০৪-এর পূজার ভ্রমণ দারুণ কেটেছে। বাড়তি উপহার ছিল একটি পর্যটন মানচিত্র আর তথ্য সম্বলিত একটি ফোল্ডার। লেখক সূচিতে রয়েছেন শঙ্খ ঘোষ, মহাশ্বেতা দেবী, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, নবনীতা দেব সেনের মতো লেখকরা। পূজার মুখে সস্ত্রীক এসেছেন পিতা পিতামহের দেশে। গিয়েছিলেন গাজী শাহাবুদ্দিনের সঙ্গে সদলবলে মীর্জাপুরের কুমুদিনীতে রাজবী সাহা আর বিপ্লব বসুর আমন্ত্রণে।

এই মুহূর্তে অমরেন্দ্র দম্পতি ঘুরছেন চট্টগ্রাম, পটিয়া, চিরিঙ্গা, রামু, উখিয়া, কক্সবাজার হয়ে রাঙ্গামাটি, বান্দরবানের মতো সুদূরের হাতছানি মাখা অনিবার্য সব জায়গার চুম্বক টানে। খোলা চোখ আর অবশ্যই ক্যামেরা হাতে। আর এই হাত যশের জন্যই তো এতক্ষণ এত কথা।

*সৌজন্য: জনকণ্ঠ (ঢাকা)। **প্রকাশ:** অক্টোবর ১৯৯৭*

লেখক পরিচিতি

(১২ নভেম্বর, ১৯৩৮-২৪ এপ্রিল, ২০১৮) দুই বাংলার কবি ও প্রিয় স্বজন